PDF Created by hillbd.com

সবজান্তার ভাষা বিভ্রাট

(একাঙ্কিকা)

বারেন ত্রিপুরা

দৃশ্য ঃ পর্দা সরে গেলে দেখা গেল স্টেজের এক কোণায় নড়বড়ে একটি টেবিল আর সে টেবিলের দু'ধারে সামনা-সামনি সাজানো দু'টি ভাঙ্গা-চোরা চেয়ার। মাথায় একটি আধপুরান সাহেবী টুপী, পরণে অসম্ভব ঢিলে-ঢালা ফুল-পেন্ট এবং গায়ে রঙ-বেরঙের একটি অদ্ভুত কামিজ পরে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে স্টেজে প্রবেশ করলেন। কাঁধে একটি তানপুরা আর বগলে ইয়া মোটা একটা ফাইল। তিনি স্টেজে এসে তানপুরা এবং ফাইলটি টেবিলে রেখে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন—

গুড্‌মর্ণিং ; নমস্কার ; আস্‌সালামু আলাইকুম ! আপনারা আমাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয় ? তা চিনবেনই বা কেমন করে ? জন্ম আমার বাংলাদেশে হলেও জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই আমার চীন, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা বিভিন্ন দেশে মহাদেশে ঘুরতে ঘুরতেই শেষ হলো। কেন এত ঘোরা-ঘুরি যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো একমাত্র বিদ্যা অর্জনের জন্যই আমার এত ছোটাছুটি। লোকে বিদ্যা শিখে পি-এইচ,ডি, ডিগ্রি নেয় আর আমি বিদ্যা শিখছি স্রেফ জ্ঞানের জন্য। দেশ-বিদেশের কত ইউনিভার্সিটি যে হেলায় পার হয়ে এলাম তার কি ইয়ত্তা আছে ! কত নামী দামী লেখকের বই আমার একেবারে মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, ঠোঁটস্থ আছে কি আর বলবো। এই ধরুন না—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হ্যামলেট, শেক্সপীয়ারের ওডিসি, ইমাম গাজ্জালীর শাহনামা, প্লেটোর ডাস-ক্যাপিটাল, রবি ঠাকুরের দেবদাস, শরৎ বাবুর নক্সী কাঁথার মাঠ, এই আরও কত কি। তবে যত বই পড়লাম—কার্ল মার্কসের রোমিও জুলিয়েট বইটা সত্যিই পড়ার মত বই। কিন্তু, ভাই, এতো দেশ-বিদেশের কথা। নিজের দেশের কথা ভাবলে (একটু ধরা গলায়) দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। কি করলাম দেশের জন্যে ? তাই প্রিয় কবি নজরুলের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে (অশ্রু ভারাক্রান্ত মনে) 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় !' (বুক পকেট থেকে ত্রিকোনাকৃতি একটা রুমাল বের করে চোখ মুছে)। নিজের দেশের লোকদের কথা কিছুই জানলাম না ! তাই আজ আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের বৈচিত্রময় জীবন এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে এবং গবেষণা করতে। ইন্‌শা-আল্লাহ আমি আপনাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবই। (টেবিলের উপর থেকে তানপুরাটা হাতে নিয়ে) আর এই কানপুরার সাহায্যে আমি আপনাদের টিপিক্যাল উপজাতীয় সুর সাধনা করবো। ও-হাঁ, আমার এই কানপুরা বাবাজী সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আমার এবং আপনাদের ক'টি করে কান আছে ? দু'টি

PDF Created by hillbd.com

না? কিন্তু এ বাবাজীর এক-দুই-তিন-চার; চারটে কান। অর্থাৎ কিনা ডবল কান আছে। তাই ওস্তাদেরা এ বাবাজীর নাম দিয়েছেন কান-পুরা। মানে—কানে পুরা। গামা, ভুলু, জো-লুই এমনকি মোহাম্মদ আলীর মত বড় বড় ওস্তাদেরাও এ বাবাজীকে নিয়ে সুর সাধনা করেন। আমরাও খুব ইচ্ছা—উপজাতীয় ভাষা শিখার পর এ বাবাজী কানপুরার সাহায্যে এখানকার টিপিক্যাল সুরের সাধনা করবো। আশা করি আপনারা আমাকে এ মহৎ কাজে সাহায্য করবেন।—

[এমন সময় একজন মারমা মাথায় পাগড়ী, মুখে চুরুট, গায়ে বার্মিজ জামা নিয়ে হাজির। তিনি এসেই ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা, মোটা চুরুটটি থুতু দিয়ে নিভিয়ে কানে গুঁজার পর হাত জোড় করে বললেন]—

মারমা - চিকোবাইয়া!

সবজান্তা—(কিছু বুঝতে না পেরে) কি ভাই কি?

মারমা— চিকোবাইয়া

স: জা:— মানে?

মারমা— মানে নমস্কার

স: জা: – (খুশী হয়ে) চিকোবাইয়া ভাই চিকো-বাইয়া। (সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে) বসুন। আপনি বোধ হয় এ জিলার উপজাতি?

মা:— হাঁ।

স: জা: – কোন উপজাতির লোক?

মা:—আমি ভাই মারমা উপজাতীর লোক।

স: জা:—মারমা!

মা:— শুনে অবাক হয়ে গেলেন মনে হয়? আপনারা আমাদিগকে মগ বলে চিনেন। ঐ বিদঘুটে শব্দটি আমরা এখন বর্জন করেছি— যাক, শোনলাম, আপনি নাকি আমাদের ভাষা শিখতে এসেছেন?

স:জা:— হাঁ ভাই, তাই। আমি আপনাদের ভাষা শিখবো, গান শিখবো, লোক-গীতি—যা যা আছে সব শিখবো। আশা করি আপনারা আমায় সাহায্য করবেন?

মারমা— বিলক্ষণ, আপনি আমাদের ভাষা শিখবেন এতো আনন্দের কথা। সাহায্য করবো না কেন। কি সম্পর্কে জানতে চান বলুন। (এমন সময় বাইরে একটা তোতাপাখী ডেকে উঠলো)

স: জা:—আরে, এখানে তো বেশ তোতাপাখী আছে দেখছি! আচ্ছা—ভাই, আপ-নারা তোতাপাখীকে কি বলেন?

মা:— কী।

স:জা:— ও! বুঝেন নি? (বোঝানোর ভঙ্গীতে) তোতাপাখী মানে এক জাতীয় পাখী। দেখতে সবুজ, এই পাহাড় অঞ্চলেই বেশী থাকে। (হাতের পাঁচ আঙ্গুল জড়ো করে টিয়ার ঠোঁটের মত আকৃতি করে) এই—এ রকম লাল রঙের ঠোঁট আছে। এবার বলুন তো ওটাকে কি বলে?

মা:— (একটু জোরে) কী, কী।

স:জা:— (স্বগত) সব্বনাশ! লোকটা আমার কথা বুঝতেই পারলো না। (প্রকাশ্যে একটু রাগত স্বরে) তোতাপাখী

PDF Created by hillbd.com

দেখেন নি? এ পাহাড় অঞ্চলে থেকে ও তোতাপাখী চেনেন না? আপনি কেমন ধারা লোক?

মাঃ— (চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে রাগতস্বরে) চিনবো না কেন, মশাই। আপনি দেখছি বড্ড পাগল! কিছুই বুঝেন না। আমরা মারমা ভাষায় তোতাপাখীকে "কী" বলি। বুঝেছেন?

সঃজাঃ (অপ্রস্তুত হয়ে) ও,—তাই নাকি।

মাঃ— আপনার মত আধ পাগলা লোকের দ্বারা গবেষণা টবেষণা কিছুই হবেনা। অনর্থক আমার সময় নষ্ট করলাম। আচ্ছা, চলি ভাই। চিকোবাইয়া (প্রস্থান)।

সঃ জাঃ— (স্বগতোক্তি) ইস্! সোজা কথাটি বুঝতেই আমার এত দেরী হয়ে গেল! (রাগে মাথার চুল টেনে) লোকটিও দেখি চট করে রেগে হুট করে চলে গেল! আমাকে কথা বলার সুযোগ-টুকুই দিলেন না। (হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়লেন)।

(ঠিক এমনি সময় ধুতিপরা একজন ত্রিপুরা প্রবেশ করলো। মাথায় তার পাগড়ী বাঁধা, আর কাঁধে একটা থলেতে দোতারা ঝোলানো)।

ত্রিপুরা— (নমস্কারের ভঙ্গিতে) খুলুমখা।

সঃ জাঃ— খুলুমখা! সে আবার কি? আপনি কে ভাই?

ত্রিঃ— 'খুলুমখা' মানে নমস্কার।

সঃজাঃ— (প্রতি নমস্কার জানিয়ে) ও-, খুলুমখা ভাই, খুলুমখা। আমি তো মনে করেছিলাম 'খুলুম-খা বলে আপনি হয়তো কিছু খেতে বলেছিলেন। তা কি মনে করে এলেন?

ত্রিপুরা— শুনলাম আপনি নাকি আমাদের ভাষা শিখবেন এবং এ কারণেই নাকি এখানে এসেছেন। ঠিক নাকি?

সবজান্তা — একশ'বার ঠিক। এ কারণেই তো আমার এখানে আসা। তা ভাই আপনি কোন্ উপজাতির বলুন তো?

ত্রিঃ— আমি ত্রিপুরা।

সঃ জাঃ— কি? কি-পুরা বললেন? আমার কান-পুরাটার কথা বলছেন? ওটা বাজাতে চান নাকি?

ত্রিঃ— আরে না—না; তানপুরার কথা কখন বললাম। আমার তো বাজানোর জন্য দোতারাই যথেষ্ট।

সঃ জাঃ— তবে যে কি একটা পুরা বললেন।

ত্রিঃ— বলছি আমি ত্রিপুরা, মানে ত্রি-পু-রা উপজাতির লোক, আপনারা অনেক সময় 'টিপ্রা' ও বলেন, এই বলে সবজান্তার অজ্ঞাতে তিনি দোতারা সহ থলেটা তান-পুরাটার উপর রাখলেন)।

সঃ জাঃ—(একটু লজ্জিত হয়ে) তাইতো! আপনাদের কথা অনেক বইয়েই দেখেছি। ভারতে তো ত্রিপুরা নামে একটা রাজ্যও আছে। (হঠাৎ কানপুরাটার উপর দোতারাটা দেখে) এটা কার?

ত্রিঃ — আমার।

সঃ জাঃ — আচ্ছা, ভাই, 'আমার' শব্দটিকে ত্রিপুরা ভাষায় কি বলেন?

ত্রিঃ — (চেয়ারে বসতে গিয়ে জুৎসই না হওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে) 'আনি'।

PDF Created by hillbd.com

সঃ জাঃ— না, না, কিছুই আনতে হবেনা। ভুলেই গেছিলাম, আপনাকে আমার প্রথমেই বসতে বলা উচিৎ ছিল। তা ভাই—'আমার' শব্দটিকে আপনারা কি বলেন?

ত্রিঃ— (জোরে) আ-নি-।

সঃ জাঃ— (আবার একটু অপ্রস্তুতের মত হয়ে) না—না, কিছু আনতে হবে না। শুধু বলুন 'আমার' শব্দটাকে কি বলেন?

ত্রিঃ— (একটু বিরক্ত হয়ে) আনি, আম্নি।

সঃ জাঃ— ওই যা, আপনি দেখছি আমার কথা বুঝলেনই না!

ত্রিঃ— (রেগে) বুঝবো না কেন? আপনিই আমার কথা বুঝছেন না। শোনার ধৈর্য্য পর্যন্ত আপনার নেই, তা শিখবেন কি? আমাদের ভাষায় আমরা 'আমার' শব্দ টাকে 'আনি' বলি, বুঝেছেন মশাই? একটা কথা, বোঝাতে যদি এতক্ষণ লাগে তবে তবে শিখবেনই বা কি? ঈস্, গোটা দিনটাই আমার মাটি হয়ে গেলো (প্রস্থানোদ্যত)।

সঃ জাঃ— (হাত ধরে ধরে অবস্থায়) বসুন ভাই, বসুন।

ত্রিঃ— না—না, আমার আর বসা-বসিতে কাজ নেই, আমি চললাম। খুলুম্‌খা (প্রস্থান)।

সঃ জাঃ— হায়রে, পোড়া কপাল আমার (কপালে হাত দিয়ে)! এরা দেখছি অযথাই আমার উপর বিরক্ত হচ্ছে। নাজানি শেষ-মেষ কি দুর্গতিই না আছে কপালে!

এমন সময় একজন লুসাই মাথায় বেতের টুপী, পরনে নিজ তাঁতে বোনা কাপড়ের প্যান্ট সার্ট, মুখে একটা নিজস্ব তৈয়ারী সিগারেট নিয়ে প্রবেশ করলেন।

লুসাই— (সহাস্যে হাত বাড়িয়ে) চি-ভাই!

সঃ জাঃ— (স্বগত) এ আবার চিঁচিঁ করে কি বলতে চায়? (প্রকাশ্যে) কি, ভাই?

লু— চি-ভাই!

সঃ জাঃ— মানে?

লু— গুড্ মর্ণিং।

সঃ জাঃ— (আনন্দে লাফিয়ে উঠে) চি-ভাই, চি-ভাই! আপনিই একমাত্র আমার কথা বুঝতে পারবেন। বসুন, বসুন। আপনি কোন উপজাতির লোক?

লু— (উপবেশন পূর্বক) আমি লুসাই।

সঃ জাঃ— ও, আচ্ছা। (সিগারেটটি দেখিয়ে) আপনার সিগারেট তো বেশ চমৎকার। এটাকে কি বলেন?

লু— 'ভাই লও'।

সঃ জাঃ— না—না, নেব কেন? আমার তো সিগারেট আছে। (এই বলে পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে টেবিলে রাখলেন) এবার বলুন সিগারেটকে কি বলেন?

লু— 'ভাই লও'।

সঃ জাঃ— সত্যিই বলছেন?

লু— (ছাই ঝাড়ার জন্য সিগারেটটা একটু বাড়িয়ে) সত্যিই বলছি, 'ভাই লও'।

সঃ জাঃ— আপনাকে নিয়ে আর পারা গেলনা। এত করেই যখন বললেন—না নিলে

PDF Created by hillbd.com

শেষ মেষ আবার হয়তো বেজার হবেন (এই বলে লুসাই ভদ্রলোকের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে লম্বা টান দিলেন)। হেঁচ্ছো--হেঁচ্ছো ... ... বাব্বা! কি বিদঘুটে গন্ধ !! (সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে) ওয়াক থুঃ, থু, কি বাজে সিগারেট আপনার! ভাল সিগারেট খেতে পারেন না?

লু— আমার সিগারেট বাজে নয় আপনিই বাজে লোক। বলা নেই কওয়া নেই, ফট করে আমার সিগারেটটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলেন?

সঃ জাঃ— আমাকে বলছেন বাজে লোক? 'ভাই লও' 'ভাই লও' বলছেন বলেই তো নিলাম। অমন বাজে সিগারেট আমি জীবনেও খাইনি। (মুখটা বিকৃতি করে)।

লু— যথেষ্ট হয়েছে। আপনার বিদ্যার দৌঁড় কতটুকু আমার জানা হয়ে গেছে। বললাম সিগারেটটাকে আমরা 'ভাই লও' বলি। আর আপনি মনে করেছেন আমার সিগারেটটা আপনাকে নিতে বলেছি। দিলেন তো আমার সিগারেটটা নষ্ট করে।

সঃ জাঃ— সরি, ভাই সরি! খুবই দুঃখিত! (তাড়াতাড়ি নিজের সিগারেট প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে) ঠিক আছে, আপনি আমার পুরো প্যাকেটটাই নিন।

লু—(একটু রাগতস্বরে) রাখেন আপনার সিগারেট আমি চললাম (প্রস্থান)।

দৃশ্য— সবজান্তা মাথায় হাত দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়েন। কতক্ষণ পরে মাথার উপরে খোঁপা বাঁধা, [redacted] পাখীর পালক গুঁজানো, কপালে রঙ-বেরঙের দু'টি লম্বা দাগ নিয়ে খালি গায়ে একজন ম্রো ঢুকলো।

সঃ জাঃ— কি ভাই, কাকে খুঁজছেন?

ম্রো চুঃ চুঃ!

সঃ জাঃ— (লজ্জিত হয়ে) দুঃখিত! আমি মনে করেছিলাম আপনি আমার এখানে এসেছেন।

ম্রো— আমি আপনার কাছেই তো এলাম।

সঃ জাঃ— তবে যে 'চুপ' 'চুপ' বলছেন!

ম্রো— কখন বললাম?

সঃ জাঃ— এইতো একটু আগে 'চুপ' 'চুপ' না কি একটা বললেন না?

ম্রোঃ— ও, চুঃ চুঃ, মানে নমস্কার'।

সঃ জাঃ – (একটু লজ্জিত হয়ে) ও! তাই নাকি! চুঃ চুঃ ভাই, চুঃ চুঃ। বসুন। এবার বলুন কেন এলেন?

ম্রোঃ –শুনলাম আপনি নাকি এখানকার ভাষা শিখতে এসেছেন?

সঃ জাঃ –হ্যাঁ, ভাই। আপনি কোন্ উপজাতির?

ম্রোঃ—আমি ম্রোঃ।

সঃ জাঃ—ম্রোঃ! ও বাবা! (অঙ্গভঙ্গী সহকারে) আপনাদের তো ইয়া লম্বা বাঁশী আছে। ছবিতে অনেক দেখেছি। আমি আপনাদেরই খুঁজছিলাম। এই দেখুন না (তানপুরাটা দেখিয়ে) আমার কানপুরা, এটা দিয়েই আমি আপনাদের টিপিক্যাল সুরের গবেষণা করবো। আপনাদের বাঁশীর সাথে পাল্লা দিয়ে আমার কানপুরা বাজাবো।

ম্রোঃ— সে তো খুব ভাল কথা

সঃ জাঃ— (উৎসাহের সাথে তানপুরাটা হাতে নিয়ে) আচ্ছা ভাই ম্রো, এখানে-

PDF Created by hillbd.com

তো দেখছি অনেকে খোঁপায় পাখীর পালক গুঁজে। (ম্রোর খোপার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) আপনি কোন পাখীর পালক গুঁজেছেন ?

স্রো— ভীমরাজ পাখীর।

স: জা:— খুব ভাল কথা তো ; আপনারা ভীমরাজকে আপনাদের ভাষায় কি বলেন ?

ম্রো:— বাজুন।

স: জা: — কি বললেন ?

ম্রো:— বাজুন (সহাস্যে)।

দৃশ্য— সবজান্তা তানপুরাটা নিয়ে বাজাতে লাগলেন—ড্রিম—ড্রিম—ড্রিম·········ড্রি্ম।

স: জা:— (কিছুক্ষণ বাজানোর পর) এবার বলুন, ভীমরাজ পাখিকে আপনারা কি বলেন ?

ম্রো:— বাজুন ! বাজুন !!

স: জা: — কত আর বাজাবো, ভাই। আমার অনেক কাজ আছে, আর একদিন বাজিয়ে শোনাবো।

ম্রো:— ওই—যা, কিছুই আপনাকে দিয়ে হবেনা। আমি বলছি কি—ভীমরাজ পাখিকে আমাদের ভাষায় 'বাজুন' বলি। আর আপনি দেখছি না বুঝে তানপুরাটা বাজাতেই আছেন ! তাও যদি ভালো হতো !

সা: জা:— (ব্যস্ত হয়ে) ঠিক আছে, ভাই, ঠিক আছে। আপনাকে বরং ভাল একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত মানে খেয়াল শোনাই ?

ম্রো:—ওসব খেয়ালী লোক আমি নই। আমি কাজের লোক। আপনার খেয়াল নিয়ে আপনি থাকুন ; আমার কাজে আমি চললাম। চু: চু: ! (প্রস্থান)

স: জা: – (হতাশ ভঙ্গিতে) কি কুক্ষণেই না আমার এখানে আসা হয়েছে। একে একে সবাই যেন আমার উপর বিরক্ত হচ্ছে। তবে কি এখানকার ভাষা শেখা হবেনা। আর কি দরকারই বা আছে বাবা এত কষ্ট করে উপজাতীয় ভাষা শেখার। বিশেষ করে যেখানে দশ বারটা ভাষা এলাহী কাণ্ড ! আমার দ্বারা অতবড় কর্ম সম্ভব নয় বাপু। এর চেয়ে মানে মানে সরে পড়াটাই ঢের ভাল !

(সবজান্তা জিনিসপত্র গোছ গাছ করতে থাকেন। টুপীটা এক হাতে বুকে জড়িয়ে অন্য হাতে ফাইলটি কাঁধে নিতে নিতে কি মনে করে আবার বগলে ঢুকালেন। তারপর তানপুরাটাও তুলে বগলে ঢুকাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁধে তুলে নিলেন। এমন সময় সাদা ধুতি জামা পরা কোমরে গামছা বাঁধা অবস্থায় একজন লোক প্রবেশ করলেন। সবজান্তা তা খেয়াল করেন নি।)

চাকমা—জু-জু !

সবজান্তা – (চমকে উঠে—একটু ভীত হয়ে) না—না, ভাই, আমি জুজুৎসু জানিনা।

চাকমা—জু জু !

স: জা: (ভীত হয়ে—একটু তোতলাতে থাকে) মা—মাপ করবেন ভাই ! আমি জীবনেও জুজুৎসু খেলিনি।

চা—আপনিই গবেষক মহাশয় নাকি ?

স: জা — হাঁ, ভাই। আমি সর্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও জুজুৎসু জানিনা। আপনি কি জাপানী মুল্লুক থেকে এসেছেন ?

PDF Created by hillbd.com

চা—না তো আমি এখানকারই লোক। জাতে চাক্‌মা বা চাঙ্‌মা!

স: জা:—ওহ্ আপনি চাকমা! তাই বলুন! আমি ভাবছিলাম আপনি কোন জাপানী, জুজুৎসু খেলতে এসেছেন।

চা—(মৃদু হেসে) 'জুজু' মানে নমস্কার।

স: জা:—(উচ্চ হাস্যে) জু-জু ভাই, জু-জু, কি সৌভাগ্য আমার আপনার দেখা পেলাম।

চাকমা—শুনলাম, আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন?

স: জা:—পাগল নাকি আমি চলে যাবো? এ জিলার মেজর ট্রাইব চাকমাদের সাথে দেখা না করে চলে যাবো? এটা বিশ্বাস করেন আপনি?

চা:—শুনে খুবই খুশী হলাম। আপনি নাকি আমাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করবেন?

স: জা:—এক্‌জেক্টলি তাই। কিন্তু আপনাদের সাহায্য না পেলে তা কি সম্ভব?

চা—আমি সব দিক দিয়েই আপনাকে সাহায্য করবো।

স: জা:—আপনার কথা শুনে খুবই খুশী হলাম, ভাই। কি জ্বালাতনেই না পড়েছিলাম। কারোর কথাই বুঝতে পারছিলাম না। (আনন্দের সাথে আবার জিনিসপত্র গুলো টেবিলে রাখলেন)।

চা:—পারবেন। পারবেন। কি জানতে চান বলুন।

স: জা:—আচ্ছা, আপনারা কচ্ছপকে কি বলেন?

চা—'তুর'।

স: জা:—(বিনীতভাবে) কি বললেন, ভাই?

চা—(উচ্চস্বরে) তুর।

স: জা:—(আরো বিনীত হয়ে) ডোন্ট মাইণ্ড, ব্রাদার। আমি সত্যিই আপনাদের কথা শিখতে চাই। বললাম কি কচ্ছপ—মানে কাছিম। জলে থাকে, ডাঙ্গায়ও থাকে। (অঙ্গ ভাঙ্গি সহকারে) দেখতে গোল, চার পা, মাথা আছে, দরকার মত এমনি করে (হাত দিয়ে দেখিয়ে) বের করে আবার ছুরুত করে গায়ের ভিতর ঢুকায় ও। সেই কচ্ছপ মানে কাছিম····?

চা—'তুর' 'তুর'।

স: জা:—(রেগে এক ল্যাফে দাঁড়িয়ে) কি বললেন? আপনি আমাকে কি পেয়েছেন? আমি গরু না ছাগল? দুর দুর করছেন যে? তাড়িয়ে দিতে চান নাকি? জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে) খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবেন!

চা—কি মশায়, রাগটা আপনার একচেটিয়া? আর কারোর রাগ নেই মনে করেন? লাট সাহেবের বাচ্চা আর কি! কথায় কথায় রেগে যান! (দাঁড়িয়ে—গলা চড়িয়ে) মারবেন নাকি? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!

স: জা:—(একটু নরম সুরে) আপনি আমায় দুর, তুর, করছেন যে? কচ্ছপকে আপনারা কি বলেন জিজ্ঞাসা করাটা কি খারাপ হলো?

PDF Created by hillbd.com

চা—এই বিত্যা নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন ? শুনুন, মশাই, আপনারা যাকে 'কচ্ছপ' বলেন আমরা তাকে 'দুর' বলি, বুঝছেন ? নাহ্; এ রকম বিত্যা দিগ-গজের সাথে কথা বলে লাভ নেই। চলি। (দুম্-দাম্ পায়ের শব্দ করে চলে গেল)

স: জা:—(হতভম্ব হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে) ওহ্ কি বিপাকেই না পড়েছি! পদে পদে ভুল হয়ে যাচ্ছে! আর তার মাশুল দিতে হচ্ছে কড়ায় গণ্ডায়! নাহ্, এভাবে গালি খাওয়ার চেয়ে পাহাড় অঞ্চলের ভাষা না শেখাই ভাল কি দরকার বাবা, অত গালি খেয়ে ভাষা শেখার। এবার সুযোগ থাকতে চলে যাই। না হলে শেষ-মেশ আবার কোন্ উপজাতির খপ্পরে পড়ি—বাবা। (তানপুরাটা কাছে টেনে কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগলেন) কানপুরা বাবাজী, আর গান শেখা হলো না। কত আশা নিয়ে উপজাতীয় গান শিখাবো বলে তোমায় সঙ্গে নিয়ে আসলাম—কিন্তু তা আর হলো না! হায়! ভাষায় যে এত বিভ্রাট আছে তা কি আগে জানতাম!

(তিনি জিনিসপত্র গুছাতে থাকেন আর ষ্টেজের পর্দা ধীরে ধীরে নেমে আসবে)।

সমাপ্ত